গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৬৮, E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: PID MYMENSINGH, Website: pid.mymensinghdiv.gov.bd

তথ্যবিবরণী নম্বর-১৪৪

আসন্ন রমজান ও ঈদ উপলক্ষ্যে খাদ্যদ্রব্যের মুল্য নিয়ন্ত্রণ ও যানজট নিরসনে মসিকের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ: (মঙ্গলবার, ০৫মার্চ ২০২৪ খ্রি.)

আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ, সরবরাহ, মূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং রমজান ও ঈদুল ফিতরের ঘরমুখী মানুষের ইদযাত্রা যানজট মুক্ত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় রাখার লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপ বিষয়ে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের আয়োজনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার (৫ মার্চ) ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের শহিদ শাহাবুদ্দিন মিলনায়তনে আসন্ন রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও যানজট নিরসনে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলী।

সভায় মসিক সচিব (অ:দা:) মো: আরিফুর রহমান, মসিকের প্রধান প্রকৌশলী মো: রফিকুল ইসলাম মিঞা, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: এইচ কে দেবনাথ, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিএসটিআইয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ রফিকুল হাসান, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ আজহারুল হক, শম্ভুগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি মোঃ মাসুম মন্ডল, শম্ভুগঞ্জ বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইদুল ইসলাম, মসিকের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর সাইদুল ইসলাম, ভোজ্য তেল ব্যবসায়ী মিলন বালা পাল, মেসুয়া বাজার পাইকারি চাল ব্যবসায়ীর সভাপতি মোঃ আজিজুর রহমান টিপু, অটো বাইক শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব, মসিকের বাজার পরিদর্শক মোঃ চান মিয়া, মেসুয়া বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আজাদ সেলিম, অটো বাইক চালক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি দিলীপ সরকার, দৈনিক জনকণ্ঠে ও ৭১ টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার বাবুল হোসেন, অটো বাইক মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ শাহজাহান, মোটর মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন, মসিকের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ জহিরুল হক, মসিকের জনসংযোগ কর্মকর্তা শেখ মহাবুল হোসেন রাজিব, ময়মনসিংহ জেলা মটর মালিক সমিতির মহাসচিব মোঃ মাহবুবুর রহমানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, রমজান মাসে দ্রব্যমূল্যের চাহিদা বাড়ে। তাই চাহিদার সাথে সরবরাহের মান ঠিক রাখতে হবে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেই তালিকা অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করতে হবে। চালের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার নির্ধারিত নাজিরশাইল চাল ৬৬ থেকে ৭২ টাকা, মাঝারি চাল ৫৫ থেকে ৬০ টাকা এবং মোটা চাল ৪৮ থেকে ৫০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। এ বিষয়ে মেছুয়া বাজার কমিটির সভাপতি আজিজুর রহমান টিপু বলেন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে যে দাম ধরা হয়েছে তাতে চালের দাম একটু কম আছে। তারপরেও রমজানে চালের দাম বাড়বে না এটা তিনি নিশ্চিত করেন।

কৃষি বিতরণ কর্মকর্তা হোসেন সরোয়ার বলেন, ধানের বাজার স্থিতিশীল আছে। রমজান মাস পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে। ছোলার খুচরা মূল্য ৯৮ থেকে ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পাইকারি ৯৫ টাকায় বিক্রি করা হবে বলে ব্যবসায়ীরা আশ্বাস প্রদান করেন। ব্যবসায়ীরা বলেন, ভোজ্যতেলের বোতল প্রতি লিটার ১৬৩ টাকা এবং লুজ প্রতি লিটার ১৪৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। চিনির মুল্য ১৩৪ টাকা খুচরা বাজারে ধার্য করা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা সভায় চার থেকে পাঁচ দিনের বেশি পণ্য মজুদ করেন না বলে জানান।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, রমজান মাসে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হবে। কোন ব্যবসায়ী কারসাজি করে কিনা সেটা তদারকি করা দায়িত্ব। সরবরাহ ও মজুদের মধ্যে মূল্যটা যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে হবে। ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, ক্রয় এবং বিক্রয়ের ভাউচার রাখবেন এবং কার্বন কপি রাখবেন, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য কেমন হয়েছে। আপনারা নিরাপদ খাদ্য পণ্য কিনুন, নির্ধারিত মূল্য বিক্রি করুন। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পণ্য মজুত করুন। কৃত্রিম সংকট তৈরি করে কেউ বাজার কারসাজি করলে এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন, রমজান এলে কাঁচা মরিচ, বেগুন, খেজুর, ছোলা ও পিঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি পায়। সরকার যে মূল্য ধার্য করেছে তার চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করলে আইনের আওতায় আনা হবে। রমজানে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং এসময় চিনির সরবরাহ বাড়ে। কিন্তু যে দাম আছে তা যেন না বাড়ে। তাই এটি স্বাভাবিক রাখার বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান করেন। শুধু রমজান মাস নয়, সারা মাসেই আমাদের ব্যবসায়িক মানসিকতা নিয়ে ব্যবসা করা উচিত। সামগ্রিকভাবে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আরো বলেন, যানজট নিরসনে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং তারা যানজট নিরসনে কাজ করছে। তিনি আরো বলেন, ফুটপাত দখল করে ইফতারের পসরা বসাবেন না। পরিস্কারের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ইফতারির কোনো খাবারে রং মাখাতে পারবেন না। এসব কঠোর হাতে দমন করা হবে এবং দোষীদের আইনের আওতায় এনে দন্ডিত করা হবে। ভবিষ্যতের জন্য ফুটপাত পুরোপুরি ব্যবহারযোগ্য করতে একটু সময় লাগবে। রমজানের পবিত্রতা যেন বজায় থাকে, সেদিকে সবাই খেয়াল রাখবেন।

সভাপতি বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিকান্ড হচ্ছে, এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। এ বিষয় নিয়ে আমরা অনেক জায়গায় অভিযান শুরু করেছি। পরিদর্শনে গিয়ে দেখা গেছে, সিলিন্ডারের গ্যাসের মেয়াদ নেই, লিকেজ আছে এবং অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা খুবই খারাপ অবস্থা। কর্তৃপক্ষ যারা আছেন সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

এ সময় বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে প্রকৌশলী বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, ইফতারি, তারাবির নামাজ ও সেহেরির সময় বিদ্যুৎ বিভ্রান্ত থাকবে না। যদি থাকে তা সহায়ক পর্যায়ে থাকবে। বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে চেষ্টা করা হবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার।

কেওয়াটখালী রেল ক্রসিং মুক্ত রাখা ও সংস্কার করা এবং আকুয়া বাইপাসে বিদ্যমান খুঁটি অপসারণ করলে যানজট অনেকটাই কমে যাবে বলে মতবিনিময় সভায় আলোচনা হয়।

হুদা/দেওয়ান/মনির/রিদওয়ান/রেজভী/২০২৪/১৮:৩০ ঘন্টা